গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
www.rdcd.gov.bd

...

সভাপতি	স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	১১ এপ্রিল, ২০১১ খ্রি
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মার্চ, ২০২১ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ১১ এপ্রিল, ২০২১খ্রি: তারিখে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

২.০ উপস্থাপনাঃ

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান যে,দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিভাগের সকল উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকল্প দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সচিব মহোদয় বলেন যে, অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে। আন্তরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করতে হবে।

৩.০ আলোচনাঃ

সভায় গত ০৮ মার্চ, ২০২১খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার জারীকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)'তে অন্তর্ভুক্ত ২৫টি অনুমোদিত (জিওবি অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৬৩১৯২.০০ লক্ষ (জিওবিঃ ১৬৩১৯২.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ লক্ষ) টাকা।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান যে, অর্থ বিভাগের গত ১৫ মার্চ, ২০২১ খ্রি: তারিখে স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১১২.৯৯.০০২.১৯(অংশ-১)-৩৪ মূলে জারিকৃত ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনা সংক্রান্ত আদেশ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট আরএডিপি বরাদ্দের জিওবি অংশের ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অনুর্ধ্ব ৮৫ শতাংশ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। সে মোতাবেক চলতি অর্থ বছরের আরএডিপিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৬৩১৯২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) বরাদ্দের ৮৫ শতাংশ হিসেবে অর্থ বিভাগ কর্তৃক মোট ১৪৫২০৬.৬৮ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়ের/ব্যয়ের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৭৬০৩৮.০২ লক্ষ (জিওবি: ৭৬০৩৮.০২ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য: ০.০০ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৫৬৭৯৪.২৬ লক্ষ (জিওবিঃ ৫৬৭৯৪.২৬ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ০.০০ লক্ষ) টাকা। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত মোট ১৪৫২০৬.৬৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩৯.১১%।

অতঃপর প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গত সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ প্রকল্প ভিত্তিক সভার আলোচনা ও সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় বিভাগঃ			
১.	**আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত)** (বাস্তবায়ন এলাকা:-দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ৪৯০ টি উপজেলা)	প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (৪র্থ সংশোধিত) জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৭৮৮৫২৭.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১২৪৩৭৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১৪৩৭৭.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫৮৪৪২.৮২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৪৪৪০৩.২১ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রকল্পের জনবলসহ অন্যান্য সবকিছু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরের কার্যকর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। ৩)প্রকল্পের Exit Plan অনুসরণ করতে হবে। ৪) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের জনবল কাঠামোতে পদ সৃজনের বিষয়ে

			কর্তক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৩৮.৮২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৫.৬০%। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ: ১. ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ৫৪.৬০ লক্ষ জনের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন ৫৬.৮১ লক্ষ জন। খ) গ্রাম সমিতি গঠন : ইতোমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা ১,২০,০০০টি বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিভূত অর্জন ১,২০,৪৬৫ টি, অগ্রগতির হার ১০০%। গ) সঞ্চয় আদায়: ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ২০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে আদায় ১৪৬৪১.৯৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৭৩.২০% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ২৪৩৩৮৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত আদায় ২০৪৯৭৪.৪২ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৮৪.২২%। ঘ) কল্যাণ অনুদান বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০৮০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্থ বিতরণ করা হয় ৬১০০.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৫০% (২৯.৩৩) এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ২০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ ১৮০৫৯৫.৫৫ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯০%। ঙ) সমিতির ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৭৩২৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্থ বিতরণ করা হয় ৮৬৬২.৫০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৫০% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩২০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত বিতরণ ২৯২২৪.২৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯৪%। চ) সমিতির মোট তহবিল গঠন: ২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫৮১২৫০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ৩২০২৪.৭০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৫৫.০৯% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৭৬৩৩৮৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৭১১৬০৩.৩৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯৩.২২%। ছ) উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ জনের বিপরীতে ৭৩৬০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট লক্ষ্যমাত্রা ৪৭৪০০০ জনের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২,৭৪,৫১৮জন, অগ্রগতির হার ৫৮%। জ) ঋণ বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিতরণ ৯১১৯৬.৯৬ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৯১.১৯% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ১০৮৪৪৭৮.১৬ লক্ষ টাকা। ঝ) ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা : ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১০.০০ লক্ষ জনের বিপরীতে ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩.২৩ লক্ষ জন, অগ্রগতির হার ৩২.৩১% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৫৪.৬০ লক্ষ জনের বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪৪.৮৩ লক্ষ জন, অগ্রগতির হার ৮২.১০%। ঞ) পারিবারিক বলয়ে গড়ে উঠা জীবিকা ভিত্তিক আয়বর্ধক প্রকৃত খামার সংখ্যা:	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৫) প্রকল্পের সকল দায়-দায়িত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-কে বুঝিয়ে দেবার নিমিত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে দাখিল করতে হবে। ৬) জুন, ২০২১ এর পর অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পটির সকল বিষয় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প।

		২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৪৪ লক্ষ টির বিপরীতে অর্জন ৩.৯০ লক্ষ টি, অগ্রগতির হার ৪৬.২০% এবং মোট লক্ষ্যমাত্রা ৩২.৭৬ লক্ষ টির বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত খামার সংখ্যা ৩২.৪৭ লক্ষ টি, অগ্রগতির হার ৯৯%। ট) ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা ঋণ(এসএমই) বিতরণ: ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ১৫২৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে বিতরণ করা হয়েছে ৭৬১৭.৫০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার ৫০%। মোট ক্রমপুঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৭৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৩২১১৭.৫০ লক্ষ টাকা,অগ্রগতির হার ৮০.৮২%। ২) প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের জনবল কাঠামোতে পদ সৃজনের বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের জনবল কাঠামোতে জুনিয়র অফিসার পদে ১৫২টি, মাঠ সহকারী পদে ৩২৬৮টি এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ৩টি অর্থাৎ মোট ৩৪২৩টি পদ নতুন সৃজনের বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জুন, ২০২১ এ অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তি কালের মধ্যে যদি পদ সৃজন না করা যায়, তাহলে এইসব জনবল স্থানান্তরে জটিলতা সৃষ্টি হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রকল্পে কর্মরত ৪৫০৩ জন মাঠ সহকারীকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৪৫০০ টি পদে মাঠ সহকারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এতে করেই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, পদ সৃজনের বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। পদ সৃজনের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। সচিব মহোদয় বলেন যে, পদ সৃজনের বিষয়ে আরও আগে থেকে পদক্ষেপ নিলে ভাল হতো। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে দ্রুত পদ সৃজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জনবল স্থানান্তরের জন্য প্রকল্প পরিচালক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সকল দায়-দায়িত্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক-কে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাবনা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে দাখিল করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব মহোদয় আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জুন, ২০২১ এর পর অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পটির সকল বিষয় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করতে হবে। জুন, ২০২১ এ প্রকল্পটি সমাপ্তি হবে বিধায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রকল্পের Exit Plan অনুসরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	

২.	**সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি-৩য় পর্যায় (সিভিডিপি-৩) প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ১৬২টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান। বিস্তারিত: সংলগ্নী-১)	প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৭৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৮০৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৫৪৫.৬৮ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪১.৩২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪৩%। প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপঃ ১। ক) সমিতি গঠন: সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ১,৬৯৩টি'র বিপরীতে অর্জন ৪৪২টি। খ) সদস্য অন্তর্ভূক্তি ২,০০,০০০ জনের বিপরীতে অর্জন ৩৯,৯৭৪ জন। গ) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ১,৭১,০৩৮ জনের বিপরীতে অর্জন ৭০,৯৯৫ জন। ২। ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য সেন্টার-এ প্রশিক্ষণ বাবদ সকল বরাদ্দ জুন, ২০২১ এর মধ্যে ব্যয় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ৩। জুন, ২০২১ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের মুল কার্যক্রম হলো প্রশিক্ষণ ও গ্রাম কর্মীর ভাতা প্রদান। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। গ্রাম কর্মীর ভাতা প্রদানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া কোভিড-১৯ এর সৃষ্ট পরিস্থিতি'র উন্নতি হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া গেছে। পর্যালোচনার জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) জুন, ২০২১ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৩) কোভিড ১৯ এর সৃষ্ট পরিস্থিতি'র উন্নতি হলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ৪) গ্রাম কর্মীর ভাতা প্রদানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক। ৫) প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক।
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড):			

৩.	**বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (বর্তমানে বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:-গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলা)	প্রকল্পটি মোট ৩৪৪৭৩.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১১০.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৬.১১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২১%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশনসহ সকল কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১১/০৩/২০২১খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'কে অনুলিপি প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এলজিইডি'কে পুনরায় পত্র দেয়া যেতে পারে। ২) একাডেমিক ভবন- ১০০%; হোস্টেল ভবন-১০০%; অফিসার্স কোয়াটার্স-৮৯%; স্টাফ কোয়াটার্স-৮৭%; মাটি ভরাট-৯৯%, কৃষি, মৎস, হ্যাচারী শেড-৬০%; বাউন্ডারী ওয়াল-৬২%, পোল্ট্রী সেড -১০০%, ইন্টারনাল রোড-৭০%, প্রোডাকশন টিউব ওয়েল-১০০%; শহিদ মিনার এবং করিডোর-৯৫%; অন্যান্য মেরামত-৯৯%; ড্রেণ অবকাঠামো-৯৪%; আউটডোর ইলেক্ট্রিফিকেশন-৯০%। ৩) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন ০৭/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ হতে ০৭ দিন পর পর প্রতি রবিবার মন্ত্রণালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ বরাবরে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়। মহাপরিচালক, বাপার্ড বলেন যে, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডিকে পত্র দেবার পরও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সাথে কথা বলার পর তাৎক্ষনিকভাবে কাজের অগ্রগতি ভাল হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ কর হয়। মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশনের কাজের গতি বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডিকে পত্র প্রদান প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৩) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি ৭দিন পর পর মন্ত্রণালয়ে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এবং জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ বরাবরে পত্র প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ৪) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বাপার্ড ও প্রকল্প পরিচালক।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি):			

৪.	**উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-২)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩১৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২৩৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২০২৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১১৯১.৮৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০০৬.৯০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৯.৬৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৯%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) ক) সমিতি/দল গঠনঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫ টির বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৫৯০ টি ২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ৫৫টির বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ২০টি। খ) সদস্যভুক্তিঃ ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০ জনের বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৮৩৫৩ জন ২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২২৬৭ জনের বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ৬২০ জন। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৬৪০ জনের বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্জন ৩৩৬০০ জন ২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ৫৭৪৫ জনের বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ১৬৮০ জন। ঘ) মূলধন গঠনঃ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মূলধন গঠন ৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা ২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ২০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১৪.১৮ লক্ষ টাকা। ঙ) ঋণ বিতরণ: ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা ১১০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরন ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১৩৮.৩০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ১০০.০০ লক্ষ টাকা। চ) মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ৮৩৯.৬১ লক্ষ টাকা ২০২০-২১ অর্থ বছরের ঋন আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ঋন আদায় ৯৮.৮২ লক্ষ টাকা। ছ) ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা ১টির বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্জন ০টি। মহাপরিচালক, বিআরডিবি জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার নির্মাণ-এর জন্য টেন্ডার প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রকল্প মেয়াদে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৫.	**অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৩)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৬৩৩.৪৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২১৪৯.২৫ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৮৪.২৮%। বাস্তব অগ্রগতি ৮০%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১. ক) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং লক্ষ্যমাত্রা ৬৩১৮০ টির বিপরীতে অর্জন ৪৯১৯৯ টি। (খ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি লক্ষ্যমাত্রা ৫৫ টির বিপরীতে অর্জন ৫৫ টি। (গ) ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিং লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ টির বিপরীতে অর্জন ৪৭০৫ টি। (ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান লক্ষ্যমাত্রা ৩৯৯০০ জনের বিপরীতে অর্জন ২৭৩০০ জন। (ঙ) ভিডিসি স্কীম লক্ষ্যমাত্রা ২৫৬৮ টির বিপরীতে অর্জন ১৯২৬ টি। ২) কোভিড ১৯ এর পরিস্থিতি উন্নতি হলে ইউডিও পদে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) কোভিড ১৯ এর পরিস্থিতি উন্নতি হলে ইউডিও পদে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বিআরডিবি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং নিয়োগ কমিটি।

৬.	**গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- গাইবান্ধা জেলার গাইবান্ধা সদর, সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাদুল্লাপুর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৪১৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৬৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৫০৯.৬১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩১৮.৭০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৬.৮৬%। বাস্তব অগ্রগতি ৭৮%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১। ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ৩৮৮১ জনের বিপরিতে অর্জন ২৭৮১ জন। খ) পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৯০টির বিপরিতেঅর্জন ৬৫টি। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৫০০০ জনের বিপরিতে অর্জন ৪২০০ জন। ঘ) ঋণ বিতরণ: (জন) লক্ষ্যমাত্রা ২৫০০ জনের বিপরিতে অর্জন ১৫৬২ জন। ঙ) ঋণ বিতরণ: (আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ২০২.৯০ লক্ষ্য টাকার বিপরিতে অগ্রগতি ৯০.৪০ লক্ষ্য টাকা। ২। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঞ্চয় সঠিকভাবে আদায় করে ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। শুরু হতে মার্চ,২১ পর্যন্ত মোট সঞ্চয়ের পরিমান ১৮৭.২০ লক্ষ টাকা। অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি : ক) পুঁজি গঠন : লক্ষ্যমাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকা-অর্জন ৮৬.০৫ লক্ষ টাকা। খ) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের মাধ্যমে এমব্রয়ডারী পল্লী, পোল্ট্রি ভিলেজ, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ভিলেজ, কাঠ পল্লী, বাঁশ ও বেত পল্লী, হাঁস পল্লী, দুগ্ধ পল্লী, হোসিয়ারী পল্লী স্থাপন করা হয়েছে। গ) প্রকল্পের আওতাভূক্ত সকল সদস্য এবং আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সকল সদস্যের ডাটা বেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। ঘ) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ডিস্প্লে কাম সেলস্ সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক।
৭.	**দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা-সংলগ্নী-৪)**	সভায় জানানো হয়, প্রকল্পটি মোট ২০৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৭৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৮১২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২৮১২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২৬৪৩.৬০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৯৩.৯৯%। বাস্তব অগ্রগতি ৬৮%।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও প্রকল্প পরিচালক। ৩) অন্য প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ পুন:উপযোজনের মাধ্যমে আলোচ্য প্রকল্পে দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

		সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১. ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ১০৫৫০০ জন, অর্জন ১০৫৫০০ জন (১০০%)। খ) সদস্য অন্তর্ভূক্তি: লক্ষ্যমত্রা ১০৫০০০ জন, অর্জন ৬৩৬৯৯ জন (৬১%)। গ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ৩০০০ টি, অর্জন ২৬৯২ টি (৯০%)। ঘ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ জন, অর্জন ৫১২ জন (৮৫%)। ঙ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১৯৬৫.৫০ লক্ষ টাকা, অর্জন ১৬৬৩.৪৯ লক্ষ টাকা (৮৫%)। চ) প্রদর্শণী খামার: লক্ষ্যমাত্রা-১৫৩৬ টি, অর্জন ১০২৯ টি (৬৭%)। ছ) সঞ্চয় জমা: লক্ষ্যমাত্রা ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, অর্জন ৫৯৪.৪৬ লক্ষ টাকা (৮৪%)। ২. প্রকল্পের আওতাধীনে শুধুমাত্র অপ্রধান শস্য চাষ করেন এমন সদস্যকে ঋণ দেয়া হচ্ছে। ৩.প্রকল্পের আওতাধীনে চলতি অর্থবছরে ৩ কিস্তিতে ঋণ তহবিল পাওয়া গেছে ১৬৩০.০০ লক্ষ টাকাএবং উক্ত প্রাপ্ত ঋণ তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৬৬৩.৪৯ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ প্রাপ্ত তহবিল অনুপাতে ঋণ বিতরণের হার ১০২% (বিতরিত ঋণ আদায় করে পুনরায় বিতরণ করায় তহবিল অনুপাতে ঋণ বিতরণ বেশি করা সম্ভব হয়েছে)। এছাড়া পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বিতরিত ঋণও আদায় করে পুনরায় বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। অন্য প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ পুন:উপযোজনের মাধ্যমে এ প্রকল্পে দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড):			

৮.	**বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:-কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা)	মহাপরিচালক, বার্ড জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪২৬৪.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৯৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৯৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২২৮.৮১ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ২৮.৬৩%। বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) ক. হোস্টেল নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৮৯.৬২ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.১৪%, বাস্তব অগ্রগতি ৮৭%। ২য় তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নীচ তলার ওয়্যারিং কাজ চলমান। রেলিং এবং জানালায় গ্লাশ লাগানো চলমান রয়েছে। খ. কনফারেন্স হল কাম ক্লাশরুম ভবন নির্মাণঃ ডিপিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৩৭.৫৮ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৭২%, বর্তমান চুক্তির আওতায় বাস্তব অগ্রগতি ৯৭%। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান লাগানোর কাজ চলমান রয়েছে। গ. ডিপিপিতে বরাদ্দ ৩৪২.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০০.১৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৭.৭৭% বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। স্কুল ভবনটি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে ঘ. ডিপিপিতে বরাদ্দ ১৫০.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২৮.৮৯ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৯২%, বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। নেটওয়ার্ক ও হার্ডওয়ার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ঙ. ডিপিপিতে বরাদ্দ ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১০.২০ লক্ষ টাকা, আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.৪৮%, বাস্তব অগ্রগতি ৪৮%। সংযোগ রাস্তা, ক্যাবল স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলমান রয়েছে। ভবন ও পূর্ত কাজ বুঝে নেয়ার আগে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে ফাইনাল বিল প্রদান না করার বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) নির্দেশনা প্রদান করেন।	১)২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ভবন ও পূর্ত কাজ বুঝে নেয়ার আগে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান-কে ফাইনাল বিল প্রদান করা যাবে না। বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।

৯.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প	মহাপরিচালক, বার্ড জানান যে, বার্ডের আধুনিকায়ন প্রকল্পটি মোট ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৭৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৪.৬৬ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৫৭.২০%। বাস্তব অগ্রগতি ৯%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় বার্ডের ভিতরে সার্কুলার রোড ও এপ্রোচ রোড সংস্কার: লক্ষ্যমাত্রা ২০০০০ sqm, অর্জন ১৬০০০ sqm (৮০%); ওয়াকওয়ে নির্মাণ: লক্ষ্যমাত্রা- ১৭৫ sqm, অর্জন ১৪৭ sqm (৮৪%); বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার: লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০ মিটার, অর্জন- ৫০০ মিটার (৬৪.১০%); হোস্টেল আধুনিকায়ন ও সংস্কার: লক্ষ্যমাত্রা- পাখা ক্রয়- ২২টি, অর্জন- ২২টি, দু'টি কক্ষ টাইলস- অর্জন- ৮৫%। এছাড়া কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। টেন্ডার জমা হলে চুক্তি প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় সকল ধরণের নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের পর বিল প্রদানের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কনস্ট্রাকশন ঢালাই কাজে সর্বোচ্চ ক্লিংকার সম্বলিত (ওপিসি) সিমেন্ট এবং সিডিউল অনুযায়ী ভাল মানের রড ব্যবহার করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১)২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) কনস্ট্রাকশন এর ঢালাই কাজে সর্বোচ্চ ক্লিংকার সম্বলিত (ওপিসি) সিমেন্ট এবং সিডিউল অনুযায়ী ভাল মানের রড ব্যবহার করতে হবে। ৩) সকল ধরণের নির্মাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের পর বিল প্রদান করতে হবে। বাস্তবায়নে: ১) মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা এবং ২) প্রকল্প পরিচালক।
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়াঃ			

১০.	**গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা: (১)বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলা ২) গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ৩) রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলা ৪) খুলনা জেলার বটিয়াখাটা উপজেলা ৫) সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ৬) কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা ৭) বরিশাল বিভাগ: প্রকল্প এলাকা নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি; তবে ইতোমধ্যে ২/৩টি এলাকার সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।	সভায় জানানো হয়যে, প্রকল্পটি মোট ৩৬২৯৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ১৪ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে চলমান ছিল। বর্তমানে প্রকল্পের সংশোধনসহ মেয়াদ বৃদ্ধি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: রংপুর পল্লী জনপদ প্রকল্পের আওতায় ৩০% ডাউনপেমেন্ট জমাকারী উপকারভোগীদেরকে গত ১২/০৭/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যলোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত প্রাথমিক উপকারভোগী নির্বাচন কমিটি ফ্লাট বরাদ্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। মহাপরিচালক আরডিএ, বগুড়া আবেদনকারীদের তালিকা বিধি অনুযায়ী পুনরায় যাচাই-বাছাই করার জন্য ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই এর কাজ চলমান রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে যাদের বাড়িঘর আছে তারা ফ্ল্যাট পাবে না মর্মে উল্লেখ ছিল। সভায় জানানো হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং বরাদ্দগ্রহীতা কিভাবে সিলেকশন করা যায় সেটি মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়াকে খতিয়ে দেখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বরাদ্দগ্রহীতা সিলেকশন হলেই উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় জানানো হয় যে, ১৯৫ জন আবেদনকারী ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ করেছে। তাদের মধ্যে যাদের বাড়ী ঘর আছে ডাউন পেমেন্ট এর অর্থ ফেরত দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সুবিধাভোগী/বরাদ্দগ্রহীতা যাচাই বাছাই এর সময় প্রকৃত Needy ব্যক্তিদেরকে নির্ধারণ করার জন্য প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তাদের রংপুর পল্লী জনপদের উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি পত্র দেবার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। ২) সুবিধাভোগী/বরাদ্দগ্রহীতা যাচাই বাছাই এর সময় প্রকৃত Needy ব্যক্তিদেরকে নির্ধারণ করতে হবে। ৩) বরাদ্দগ্রহীতা সিলেকশন করতে হবে। বরাদ্দগ্রহীতা সিলেকশন হলেই উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪) রংপুর পল্লী জনপদের উদ্বোধনের লক্ষ্য প্রস্তুতি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে একটি পত্র দিতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক এবং ৩)পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১১.	পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধানের ফলন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৬)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৭৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৭৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৭.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৯.৬৬%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সমূহ কৃষক গ্রুপের মাধ্যমে রবি/২০২০-২১ মৌসুমে ৭টি মাদার ট্রায়েলসহ ২০০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনী বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এডব্লিউডি, এসআরআই, রেইজড বেড ও ট্রাইকো-কম্পোস্ট প্রযুক্তিসমূহের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ফসলের নিয়মিত পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও গ্রুপ সভার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২) প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ মোট ১৭.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্প মেয়াদে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

১২.	**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন প্রকল্প** বাস্তবায়ন এলাকা:- রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৩৯১০.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২৭৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৬২.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় জানানো হয়, ১) গত ০৬ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ১১৮১.০৭ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী খামার বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন ইউনিট (ফসল, পোল্ট্রী, মৎস্য ও কৃষি পণ্য প্রসেসিং ইউনিট) প্রদর্শনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) রংপুর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সকল কাজের টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে NOA প্রদান করা সম্ভব হবে। ৩) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের লক্ষ্যে এসকল কার্যক্রমের ইতোমধ্যে NOA প্রদান করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে কার্যক্রম শুরু হবে। মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ১) মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক। ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১৩.	**জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা: জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ১৫৫৫.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৪৯২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৩০.৬৩%। বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.৯১%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) ক) ভূমি উন্নয়ন: লক্ষ্যমাত্রা ২৯৮৫০০ ঘ:মি: অর্জন ২০২৫২০ ঘ:মি: (বর্তমানে কাজটি চলমান রয়েছে)। খ) সীমানা প্রাচীর মেইন গেট ও গার্ড সেডসহ: লক্ষ্যমাত্রা ২১৫৭ ব:মি: অর্জন ৪০২ ব:মি: (বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান রয়েছে)। গ) প্রশাসনিক কাম অনুষদ ভবন (১০ তলা ভীত, ১০ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ৬০০০ ব:মি: অর্জন ৬০০০ ব:মি: (ফিনিশিং কাজ চলমান)। ঘ)	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় স্কুল ভবন, ডরমিটরী, ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ও ক্রপ সেড নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। ৩) NOA প্রদানের পর সাইট বুঝিয়ে দিতে হবে। এছাড়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট যাচাই করতে হবে। ৪) মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া, ২) প্রকল্প পরিচালক।

			ক্যাফেটেরিয়া ভবন সহ বিনোদন কেন্দ্রে (০৬ তলা ভীত, ০৬ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ৪২০০ ব:মি: অর্জন ৪২০০ ব:মি: (ফিনিশিং কাজ চলমান)। ঙ) সাধারন হোষ্টেল (পুরুষ) (০৬ তলা ভীত, ০৬ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ২৭০০ ব:মি: অর্জন ২৭০০ ব:মি: (সমাপ্ত হয়েছে)। চ) সাধারন হোষ্টেল (মহিলা) (০৬ তলা ভীত, ০৬ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ২১৬০ ব:মি: অর্জন ২১৬০ ব:মি: (সমাপ্ত হয়েছে)। ছ) মহাপরিচালকের বাংলো (ডুপ্লেক্স): লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব:মি: অর্জন ৩৮০ ব:মি: (সমাপ্ত হয়েছে) । ইউনিট সমূহ (৬টি) (০৪টি ইউনিট ০১ তলা ও ০২টি ইউনিট ০২ তলা): লক্ষ্যমাত্রা ১৭৬৪ ব:মি:, অর্জন ৯৫% (ফিনিশিং কাজ চলমান)। জ) মসজিদ (০২ তলা ভীত, ০১ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ২৬৬ ব:মি: অর্জন ২৬৬ ব:মি: (ওযুখানার কাজ চলমান)। ঝ) লিং করিডোর: লক্ষ্যমাত্রা ১১৬০ ব: মি: ৪০% (বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান রয়েছে)। ঞ) সংযোগ রাস্তা: লক্ষ্যমাত্রা ১১৪,১৫৬ ব:মি:, অর্জন ১৫% (বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান রয়েছে)। ট) পানি নিস্কাশন: লক্ষ্যমাত্রা ৮৬৭ রানিং মি:, অর্জন ৫০% (বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলমান রয়েছে)। ঠ) স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহ: লক্ষ্যমাত্রা- গভীর নলকূপ-০৩টি, গ্রাউন্ড রিজারভার ০১টি, পাইপলাইন ও এক্সেসরিজ, অর্জন ৯৮% (ফিনিশিং কাজ চলমান)। ড) স্কুল ভবন (০৩ তলা ভীত, ০১ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ৬২০ ব:মি:, অর্জন-বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন হওয়ায়, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ, লে-আউট প্রদান করা হয়েছে। ঢ) ডরমিটরী (০৩ তলা ভীত ০৩ তলা সম্পন্ন): লক্ষ্যমাত্রা ৭২৫ ব:মি:, অর্জন-বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন হওয়ায়, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ, লে-আউট প্রদান করা হয়েছে। ণ) ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার (০১ তলা ভবন): লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৭ ব:মি:, অর্জন- বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন হওয়ায়, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ, লে-আউট প্রদান করা হয়েছে। ত) ক্রপ সেড (টিন সেড ভবন): লক্ষ্যমাত্রা ৯২ ব:মি:, অর্জন- বর্তমানে কাজটি সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন হওয়ায়, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ, লে-আউট প্রদান করা হয়েছে)। ২) প্রকল্পের আওতায় স্কুল ভবন, ডরমিটরী, ওয়ার্কশপ কাম ট্রেনিং সেন্টার ও ক্রপ সেড নির্মানের **NOA** প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরান্তে শিঘ্রই কাজ শুরু করা যাবে। **NOA** প্রদানের পর সাইট বুঝিয়ে দেবার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক এ্যাকাউন্ট যাচাই করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মুজিববর্ষে উদ্বোধনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সামনের গেট, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	

১৪.	**বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার চর অধিবাসীদের দারিদ্র্য হতে উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩০৫৫.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ৪২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪২.৪৯ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ১২.৫৭%। বাস্তব অগ্রগতি ১০%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) প্রকল্পের আওতায় ৬৪০ উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে ষ্টাইপেন্ড সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ICT ভিত্তিক গবাদিপ্রাণীর রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উন্নত জাতের ঘাসের চাষ অব্যাহত রয়েছে। ২০টি চপিং মেশিন প্রদানের মাধ্যমে গবাদীপ্রাণির খাদ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। ১৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ৯টি সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৮টি ইনকিউবেটর (দুগ্ধ বাজারজাতকরণ ইউনিট) এর মাধ্যমে দই ও মিষ্টি জাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ চলমান রয়েছে। ৮টি চরের গাড়ী সরবরাহের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার মানুষের যাতায়াত এবং মালামাল বহন করার কাজ চলমান রয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া ওপ্রকল্প পরিচালক।

১৫.	**সৌর শক্তি চালিত সেচ পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৭)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৭২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬১৪.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১৮০.৭৫ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ২৯.৪১%। বাস্তব অগ্রগতি ৩৮.২৩%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১. প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থ বছরে ৮টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিপরীতে ১টি এলাকায় (মাইঠা, সদর, বরগুনা) সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য নির্মাণ/স্থাপন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ০৩টি এলাকায় চলমান রয়েছে। যথা- ১. চামটা, সদর, ঝালকাঠি; ২. মধুপাড়া, সদর, পঞ্চগড় এবং ৩. মেন্দিপুর, খালিয়াজুরি, নেত্রকোনা। ২. ৫টি উপ-প্রকল্প এলাকায় ৪০০ জনকে ফার্মার্স ফিল্ড স্কুল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সৌরশক্তি নির্ভর সেচ পদ্ধতি ও এর বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির উপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে একটি সেমিনার করে পরবর্তীতে MoU স্বাক্ষরের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। সচিব মহোদয় দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির উপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে একটি সেমিনার করে MoU স্বাক্ষরান্তে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের এবং প্রকল্পের আওতায় কোথায়, কাদেরকে সীড ক্যাপিটাল প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তির উপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে একটি সেমিনার আহ্বানপূর্বক MoUস্বাক্ষর করতে হবে। ৩) প্রকল্পের আওতায় সীড ক্যাপিটাল প্রদানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৪) ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা চালানের মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।

১৬.	**কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- কুড়িগ্রাম জেলার: রাজারহাট, চিলমারী, নাগেশ্বরী জামালপুর জেলার: মেলান্দহ, মাদারগঞ্জ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২০৩২৪.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৪৪৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৩৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ২২১৯.৮৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২২১৯.১১ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৬৬.৬৪%। বাস্তব অগ্রগতি ৬৮%। সভায় নিম্নরূপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ১) ক) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ) সুফলভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা- ০৪টি ইউনিয়ন, অর্জন- ০৩টি ইউনিয়ন। গ) সুফলভোগীদের ষ্টাইপেন্ড: লক্ষ্যমাত্রা- ৬৪৫ জন, অর্জন- ৬৪৫ জন। ঘ) ৩টি ব্যাচে ৭৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভায় প্রকল্পের আওতায় কিভাবে গরু বিতরণ করা হয় জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকতার সভাপতিত্বে একটি কমিটি রয়েছে। তাঁর এ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণ করা হয়। কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকারভোগী তালিকা অনুযায়ী গরু বিতরণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত গরুর তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত গরুর তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক, আরডিএ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
সমবায় অধিদপ্তরঃ			

১৭.	**উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: সংলগ্নী-৮)	প্রকল্পটি মোট ১৫১৫৭.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৪২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩১৭.২৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ২১০.৮২ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৯.৮৪%। বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.১৪%। সভায় জানানো হয় যে, ১। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী নির্বাচন, সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণের লক্ষমাত্রা জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে বিধায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ সকল খাতে কোন লক্ষমাত্রা ছিল না। প্রকল্পের সার্বিক অর্জন নিম্নরূপঃ ক) সুবিধাভোগী নির্বাচন: লক্ষ্যমাত্রা ১০,০০০ জন - অর্জন ১০,০০০ জন। খ) প্রাথমিক মহিলা সমিতি গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১০০টি – অর্জন ১০০টি। গ) প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১০,০০০ জন – অর্জন ১০,০০০ জন। ঘ) ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১০,০০০ জন– অর্জন ১০,০০০ জন। লক্ষ্যমাত্রা ১২০ কোটি টাকা–অর্জন ১২০ কোটি টাকা। ২। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত আবর্তক ঋণ সহায়তা তহবিল পরিচালন সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন কমিটির ২৩/০৩/২০২১খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের আবর্তক ঋণ সহায়তা তহবিল পরিচালন সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যা শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৫.৪১ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়েছে এবং সার্ভিস চার্জ ৩.৪২ কোটি টাকা আদায় হয়েছে । লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করা এবং আবর্তক ঋণ তহবিল নীতিমালা অনুমোদনের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন করতে হবে। ২) আবর্তক ঋণ তহবিল নীতিমালা অনুমোদনের জন্য দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

১৮.	**কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:-রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি মোট ২৩৮৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন, ২০২১খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২০৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে মোট অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ২৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫.১০ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৭.২২%। বাস্তব অগ্রগতি ১৫%। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ১. (ক) সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ লক্ষ্যমাত্রা ১৬০ জনের বিপরীতে অর্জন ১৬০ জন । (খ) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ লক্ষ্যমাত্রা ৭১৬ জন-অর্জন ২০৬ জন । (গ) ঋণ বিতরণঃ লক্ষ্যমাত্রা ২৪৫ জন-বিপরীতে অর্জন ১০ জন । (ঘ) ঋণ আদায়ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত আদায় ২৩৮.০০ লক্ষ টাকা । আদায়ের হার ৬৮ % । ২. প্রকল্পের ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):			

১৯.	**হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- সংলগ্নী-১০)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৯৬৭.৪৬ লক্ষ (জিওবি: ৩৪০৭.৪৬; পিডিবিএফ নিজস্ব: ৫৬০.০০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৭৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৮৪.৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৫০%। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিম্নরুপভাবে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন: ক) সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ লক্ষ্যমাত্রা ২৮১০ জনের বিপরীতে অর্জন ১২৯৩ জন। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য নির্বাচন ৭৬১০ জন। (খ) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ প্রশিক্ষণ প্রদান: লক্ষ্যমাত্রা ১৪২৫ জন। চলতি বছরে প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ ছাড় না হওয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত মোট ১৩৩ ব্যাচের মাধ্যমে ৩৩২৫ জনের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। (গ) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রাঃ ঋণ বিতরণ: লক্ষ্যমাত্রা ২৮১০ জন-অর্জন ২৫২৫ জন। চলতি অর্থ বছরে ২৮১০ জনের মধ্যে মোট ৫৬২.১৩ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১০২.১৩ পিডিবিএফ নিজস্ব: ৪৬০.০০) লক্ষ টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ঘূর্ণায়মান তহবিলের মাধ্যমে চলতি বছরে ১০০৭.৪১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২৯৩২.১৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ বিতরণের অগ্রগতির হার ১০০%। (ঘ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন: লক্ষ্যমাত্রা ১০০.০০ লক্ষ টাকা। অর্জন ১১০.৩৫ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে মুলধন গঠন ৩৬৪.৫৬ লক্ষ টাকা। ২) প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পটি চলতি বছরের মধ্যে সমাপ্তের সুপারিশ করা হয়েছে। পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে এবং পিসিআর প্রণয়নের জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ২) প্রকল্প পরিচালক এবং ৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

২০.	**প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা:- সংলগ্নী-১১)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৭০০৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ২২৫৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২২৫৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৭৯৮.০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ৭৪২.৬৪ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৩২.৮৮%। বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৩৩%। সভায় নিম্নরূপভাবে প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ক) সুবিধাভোগী নির্বাচনঃলক্ষ্যমাত্রা ৫৪৮০ জনের বিপরীতে অর্জন ২৯৯১জন। (খ) দল গঠনঃ লক্ষ্যমাত্রা ১০৯৬ টির বিপরীতে অর্জন ৫৯৯টি। (গ) প্রশিক্ষণ প্রদানঃ লক্ষ্যমাত্রা ৮৪৫০ জন, অর্জন ২৫২৫ জন। (ঘ) ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৪৪.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে অর্জন ২৭১৬.৯৫ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমান ৯৫৪৯.২৯ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন যে, সম্প্রতি প্রকল্পেরে মধ্যবর্তী মূল্যায়নে দিনাজপুর জেলায় পরিদর্শনে দেখা যায় যে, মাত্র একজন সদস্যকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এরকম ১ জন সদস্য নিয়ে কতটি সমিতি গঠন করা হয়েছে তা মাঠ পর্যায়ে দেখার লক্ষ্যে তার তালিকা এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ঋণ বিতরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। ০৩) মাত্র ১ জন সদস্য নিয়ে কতটি সমিতি গঠন করা হয়েছে তার তালিকা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। ০৩) প্রকল্পের আওতায় দল গঠন ও সমিতি গঠন ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী যথাযথভাবে গঠন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক।

২১.	**বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও চর এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প।** (বাস্তবায়ন এলাকা:- রংপুর জেলার রংপুর সদর ও গঙ্গাচড়া উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৩৩০৮.৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৪১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৪১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় নিম্নরূপভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা হয়: সুবিধাভোগী নির্বাচনঃ চলতি বছরে ৩৩২১টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮২২ জন সুফলভোগীর তালিকা চুড়ান্ত করা হয়েছে যাদের মধ্যে দ্রুত সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হবে এবং অবশিষ্ট সুফলভোগী নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে। সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপনঃ চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ৩৩২১টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন করা হবে। শুরু থেকে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯২৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.৬৪%। প্রকল্পের আওতায় অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

২২.	**আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা:-দেশের ৮টি বিভাগের ১৩টি জেলার ১৭টি উপজেলা।**	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ জানান যে, প্রকল্পটি ৪৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ১২৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩০৮.৭৫ লক্ষ টাকা। এখনও কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৯ হতে নির্ধারণ থাকলেও মূলত প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০১৯ সালে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদন পায় এবং ৩০ অক্টোবর, ২০১৯ সালে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এবং প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি এবং বিগত অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় হয়নি। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু করার জন্য ইতোমধ্যে সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের জন্য কারিগরি বিনির্দেশ প্রণয়ন ও কর্মপরিধি নির্ধারণের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি সাবকমিটি গঠন করা হয়েছে। ২) কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রাপ্ত হলে জরুরিভিত্তিতে প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইজিপি পদ্ধতিতে টেন্ডার আহবান করা হবে। ৩) প্রকল্পের আরডিপিপি আনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ছাড়কৃত অর্থ প্রকল্পের নামে সোনালী ব্যাংকে জমা রাখার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আরডিপিপি দ্রুত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, বর্তমানে পিডিবিএফ এর ০৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ২টি মূলধারা (অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনমূলক) এবং ০২টি আলোকরণ বিষয়ক প্রকল্প। আলোকরণ প্রকল্পগুলো এ বিভাগে ম্যান্ডেট এর সাথে এবং পিডিবিএফ এর নির্ধারিত কাজের সাথে সরাসরি সংগতপূর্ণ নয় বলে ভবিষ্যতে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প নেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা দেন। আলোকিত করণ কোন প্রকল্প যেন না নেয়া হয় সে বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় ইজিপি পদ্ধতিতে দ্রুত টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। ৩) প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৪) ভবিষ্যতে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আলোকিতকরণ কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।
বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড(মিল্ক ভিটা):			

২৩.	**সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ি ঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা:- সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ১০৫৯৩.২৩ (জিওবি ইক্যুইটি: ৭৯৪৪.৭৭, নিজস্ব তহবিল : ২৬৪৮.৪৬) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, ১) প্রকল্পের আওতায় আমদানীকৃত মেশিনারীজ প্রকল্প এলাকায় পৌঁছেছে এবং Installation & Commissioning কার্যক্রম চলমান রয়েছে; প্রকল্পের ষ্টীল স্ট্রাকচার বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্যাবল লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো'র প্রায় ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং রাস্তা নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; প্রকল্পের আওতায় সেমিনার ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে; এছাড়াও প্রকল্পের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে; প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মেশিনারীজের ইন্সটলেশন, কমিশনিং এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্ত হবার কথা ছিল; কিন্তু মার্চ, ২০২০ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা হবার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং ভারতীয় প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানবৃন্দ তাদের দেশে ফিরে যায়। ফলে মার্চ, ২০২০ হতে অদ্যবধি প্রকল্পের ইন্সটলেশন এবং কমিশনিং এর কাজ বন্ধ রয়েছে। তবে সিভিল কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে জার্মানী, ইতালী, লিথুনিয়া ও ভারত হতে কোন প্রকৌশলী/টেকনিশিয়ান আসতে পারছে না। তদুপরি নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের ট্রাভেল পারমিশন না থাকায় SSP PVT LIMITED এর প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক ইরেকশন টীম বাংলাদেশে এসে আমাদানীকৃত মেশিনারীজের ইন্সটলেশন, কমিশনিং এবং পরীক্ষামূলক উৎপাদনের কার্য সম্পন্ন করতে পারছেন না। ফলে SSP PVT LIMITED কর্তৃক (এক) বছর সময় বৃদ্ধি এবং স্পেশাল ভিসা প্রদানের ব্যবস্থাকরণের জন্য আবেদন করেছেন। ইতোমধ্যে দিল্লিস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে ভিসা প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিজিকে অনুরোধ জানানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ডিপিপি ও টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ভিসা প্রদানের সহযোগিতার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিজিকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। ২) ডিপিপি ও টেন্ডার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক। বাস্তবায়নে: প্রকল্প পরিচালক।

২৪.	**দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প** (বাস্তবায়ন এলাকা: চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৪৭৯৪.২২ (জিওবি ইক্যুইটি : ৩৩০৬.৫৫, নিজস্ব তহবিল : ১৪৮৭.৬৭) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৯৭৯.১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯৭৯.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি। সভায় জানানো হয় যে, ১) প্রকল্পের আওতায় ডাবল কেবিন পিক-আপ, মটর সাইকেল, মিল্ক ট্যাংকার ও কভার্ড ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত রয়েছে; প্রকল্পের মেশিনারীজ আমাদানীর লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে Notification of Award (NOA) জারী, চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয়াদেশ জারী ও এলসি খোলা হয়েছে; প্রকল্পের বাউন্ডারী ওয়াল তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে; প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে; প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরী ইক্যুইপমেন্ট ক্রয়ের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২) গত ০৫/০১/২০২১খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে DPEC সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আন্ত:খাত সমন্বয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিইপিসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আন্ত:খাত সমন্বয়ের আদেশ জারির জন্য ডিপিপি অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সিভিল (ভবন-নির্মাণ) কাজের টেন্ডার মূল্যায়ন সমাপ্ত করে NOA জারী, চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সিভিল কাজের প্রাথমিক ধাপ শুরু হয়েছে; ৩) বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ প্রার্দুভাবের কারণে আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগ বিছিন্ন, মানুষের মাঝে করোনা ভীতি, ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বে লকডাউন থাকা এবং জাহাজীকরণে দীর্ঘমেয়াদী নিষেধাজ্ঞায় ভারত ও ইউরোপ হতে মেশিনারীজ আমদানী করা সম্ভব না হওয়ায় গত ০৯/০৩/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	১) ২০২০-২১অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২৫.	**বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প** (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ এবং রাজবাড়ী এই ০৩(তিন) জেলার ০৯(নয়)টি উপজেলা)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি মোট ৩৫৪৪৯.৬৮(জিওবি অনুদান : ৩২৯৭৬.১৮, নিজস্ব তহবিল: ২৪৭৩.৫০) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৪৯২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫৭৫.৩৬ লক্ষ টাকা	১) ২০২০-২১ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের লক্ষ্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৩) সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

		ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ১৮৭৮.১৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মোট ১০৫.৫৪ লক্ষ টাকা, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৬.৭০%। বাস্তব অগ্রগতি ০৩%। সভায় নিম্নরুপভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিত করা হয়: ২) টেকেরহাটে মিল্ক ইউনিয়নের নিজস্ব জমিতে কারখানা স্থানান্তরের জন্য মাষ্টার প্লানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে (Relayout-Topographical Survey); ৩) মাষ্টার প্লানটি অধিকতর স্পষ্টীকরণে ডিজিটাল সার্ভের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (৮০%); ৪) ৫০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি ফার্মকুলার প্লান্ট এর পরিবর্তে ১টি Dairy Mini Plant স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের টীম পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ করেছেন, এতদসংক্রান্ত একটি সভা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৯/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখে মিল্কভিটার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। Dairy Mini Plant ডুমুরিয়া খুলনা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংশোধিত DPP-তে সুপারিশ করা হয়েছে, ৫) ০৭/০৪/২০২১ খ্রি: তারিখে দুইটি বহুল প্রচলিত "দৈনিক সমকাল" ও "The Daily Star" পত্রিকায় যানবাহন ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে; ৬) প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ০৮/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য বাস্তব অগ্রগতি: ১) সরবরাহ ও সেবা: ক) ২.০০ লক্ষ টাকার সার (কোড-৩২৫১১০৫) এবং ৬.০০ লক্ষ টাকার বীজ ও উদ্ভিদ (অস্ট্রেলিয়ান জাম্বো ঘাস, কোড-৩২৫১১০৯) ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে; খ) ৬.০০ লক্ষ টাকার প্রাণি টিকা ও ঔষধ (কোড-৩২৫১১০২) এবং ৪.০০ লক্ষ টাকার বীজ (হিমায়িত সিমেন, কোড-৩২৫১১০৯) ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে; ২) মূলধন : ক) ৭৫০.০০ লক্ষ টাকার বিশেষায়িত গাড়ী (মিল্ক ট্যাংকার, আইসক্রিম ফ্রিজিং ভ্যান, মিল্ক কাভার্ড ভ্যান-রেফ্রিজারেটেড ও নন রেফ্রিজারেটেড, রেফ্রিজারেটেড কাভার্ড ভ্যান, কোড-৪১১২১০১) ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। ৩) ঋণ আদায় : ৫৯১.৪৪ লক্ষ টাকা (০১/০৭/২০১৯ থেকে ৩১/০৩/২০২১ খ্রি: পর্যন্ত)। প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের লক্ষ্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	মিল্ক ভিটা ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প:			

২৬.	দুগ্ধওমাংসউৎপাদনেরমাধ্যমেগ্রামীণকর্মসংস্থানসৃষ্টিরলক্ষ্যেযশোরওমেহেরপুরজেলায় সমবায়েরকার্যক্রম সম্প্রসারণ(জানুয়ারি, ২০২১-জুন,২০২৩)। (সমবায়অধিদপ্তর)।	সভায় জানানো হয় যে, গত ১২.১১.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুর্নগঠিত ডিপিপি গত ২২/০২/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রকল্পের অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।
২৭.	দুগ্ধঘাটতিউপজেলায়দুগ্ধ সমবায়েরকার্যক্রমসম্প্রসারণপ্রকল্প (জুলাই২০২০-জুন ২০২৪)। (সমবায়অধিদপ্তর)।	সভায় জানানো হয় যে, ১১.০২.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরনী পাওয়া গেছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংস্থায় পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।
২৮.	বঙ্গবন্ধুগণমুখীসমবায়ভাবনারআলোকেবঙ্গবন্ধুমডেলগ্রামপ্রতিষ্ঠাপাইলটপ্রকল্প (জুলাই২০২০-জুন ২০২২) (সমবায়অধিদপ্তর)।	সভায় জানানো হয় যে, ১৪.০১.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১.০২.২০২১ তারিখে পিইসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংস্থায় ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।
২৯.	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ভেল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (সমবায় অধিদপ্তর)	সভায় জানানো হয় যে, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ওপর গত ১০.০৩.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ২৪.০৩.২০১৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।	পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।
৩০.	'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)-২য় পর্যায় (জানুয়ারি ২০২০-জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি)	সভায় জানানো হয় যে, গত ১৭.০৯.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০১.১২.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রকল্পের অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।
৩১.	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫) (বিআরডিবি)	সভায় জানানো হয় যে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনো সংস্থা থেকে পাওয়া যায়নি। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।
৩২.	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, টাঙ্গাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) (বিআরডিবি)	সভায় জানানো হয় যে, ২২.০২.২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো হওয়ায় বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন না করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুরোধ করা হয়।	কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।
৩৩.	বিআরডিবি জোরদারকরণ ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) (বিআরডিবি)	সভায় জানানো হয় যে, ২২.১১.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩.০২.২০১৬ তারিখে এ্যাপ্রেইজাল সভা হয়েছে। এ্যাপ্রেইজাল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এ্যাপ্রেইজাল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বিআরডিবি।
৩৪.	বৃহত্তর দিনাজপুর- রংপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভীর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কারখানা স্থাপন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯-জুন, ২০২৪) (মিল্ক ভিটা)	সভায় জানানো হয় যে, গত ২২-০২-২০২১ তারিখে জনবলের প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে পাওয়া গেছে। যা অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৩৫.	রুপকল্প ২০২১: দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন,২০২২) (এসএফডিএফ)	সভায় জানানো হয় যে, অর্থ বিভাগে জনবল নির্ধারণী কমিটির সভা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩৬.	টেকসই কৃষির জন্য প্রতিবেশ উপযোগী খামারকরণ (জুলাই, ২০২০-জুন,২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা)	সভায় জানানো হয় যে, জনবলের প্রস্তাব গত ১০.০১.২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য সংস্থায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
৩৭.	গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা)	সভায় জানানো হয় যে, গত ১৮-০২-২০২১ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য বার্ড, কুমিল্লায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
৩৮.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২) (পিডিবিএফ)	সভায় জানানো হয় যে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ।
৩৯.	যশোর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৩) (আরডিএ, বগুড়া)	সভায় জানানো হয় যে, ১৬.১১.২০২০ তারিখে ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটি এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।
৪০.	মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দ্যা যমুনা, পদ্মা এবং তিস্তা চরস (এমফোরসি) (জানুয়রি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪) (আরডিএ, বগুড়া)	সভায় জানানো হয় যে, গত ০২.১২.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১০.০২.২০২১ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রকল্পের অনুমোদনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।
৪১.	গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) (বার্ড, কুমিল্লা)	সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থায় প্রণয়ন করাহচ্ছে।ডিপিপি প্রণয়ণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিপিপি প্রণয়ণপূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্প:			

৪২.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (বাস্তবায়ন এলাকা: দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা)	প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত হয়েছে মোট ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৯৮.৭৬ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৭৪.৬৯% এবং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনুযায়ী ইতোমধ্যে ৫১৭টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ আগস্ট, ২০২০ মাসে সম্পন্ন হয়েছে, যার বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের দুই কিস্তি বাবদ ২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে এক কিস্তি বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত উক্ত অর্থ ইতোমধ্যে ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের শতভাগ কাজ সমাপ্ত হলেও অবশিষ্ট এক কিস্তি বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তি অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে দ্রুত বিসিসিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করে ডিসেম্বর, ২০২১ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটিতে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।
৪৩.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনপ্রকল্প (কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা)	প্রকল্পটি মোট ৯৯.৮৭১৮ লক্ষ (বিসিসিটি:৯৯.৮৭১৮) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট বরাদ্দ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা, মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪.৬৪ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৪.৬৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫৮.৯১%। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী অবশিষ্ট ০৩ কিস্তি বাবদ ৭৪.৯০৩৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ২য় কিস্তি বাবদ ২৪.৯৬৭৯৫ লক্ষ টাকা ছাড়ের প্রস্তাব বিসিসিটি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ১২৯টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৭৬টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৫৮.৯১%। আশা করা যাচ্ছে জুন, ২০২১ মাসের মধ্যে শতভাগ কাজ সমাপ্ত করে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।

৪৪.	গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমন হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প	প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তণট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করা। প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম হিসেবে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের ক্রয় প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি হয়েছে। সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের জন্য উপজেলা দুটির প্রকৃত স্থানের তালিকা সংগ্রহের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান। প্রাপ্ত তালিকা ওচুক্তি অনুযায়ী সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ দ্রুত শুরু করা হবে।	কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।
৪৫.	‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রায় ১ বছর ২ মাস পর প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারী হয় এবং তারও ১ মাস পর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১৬ (ষোল) মাস পরে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, প্রকল্পের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা; পিআইসি কমিটি গঠন ও ১টি পিআইসি সভা আহবান এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত স্থানের তালিকা সংগ্রহ করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় কারণে প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পিআইসি কমিটির সুপারিশসহ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের নীতিমালা অনুযায়ী ইতোমধ্যে সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাব বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি হলে প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত প্রকল্পের মূল কাজ অর্থাৎ সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন কাজ শুরু করা হবে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২) আলোচ্য প্রকল্পের নতুন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ

৪৬	গ্রীণ হাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন"শীর্ষক প্রকল্প	প্রকল্পটি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তণ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে : জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৭৫টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন হয়েছে এবং গত ০৪/০৩/২০২১খ্রি: তারিখে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেছেন। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পিআইসি কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্যাংক হিসাব খোলা এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি ক্রয় প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা হবে। প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান চূড়ন্ত করা প্রয়োজন। তবে সরেজমিনে যাচাই বাছাই না করার ফলে ডিপিপি হতে প্রকৃত প্রকল্প এলাকা/স্থান, উক্ত তালিকা হতে বাদ পড়ে গেছে। প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের চাহিদা, জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান, হাট বাজার ও জনপদে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন করার লক্ষ্যে প্রকৃত স্থানের তালিকাসহ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ণিত প্রকল্পটি সংশোধন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ কে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ

বিবিধ সিদ্ধান্তঃ

১) ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এলাকা নির্বাচন করতে হবে। এলাকা কম নিতে হবে। এতে করে প্রকল্প সুপারভিশন, মনিটরিংসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান।

২) বরাদ্দবিহীনভাবে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসব প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পিইসি সুপারিশকৃত এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল সুপারিশকৃত সেসব প্রকল্পসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৩) ২০২০-২১ অর্থ বছরের আরএডিপিতে নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সকল প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি সেসব প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান।

৪) ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর সকল প্রকল্পের পিআইসি/পিএসসি কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে। সকল প্রকল্পের পিআইসি কমিটির সভার তালিকা কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ০৪ (চার) কর্মদিবসের মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।

৫) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ হতে চলমান প্রকল্পসমূহ সুপারভিশন ও মনিটরিং জোরদার করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালকগণ ও সংস্থা প্রধানগণ নিয়মিত প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। প্রকল্প পরিচালকগণ পরিদর্শনে গেলে পরিদর্শনসূচি ও প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।

৬) চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সব প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সফল হয়েছে সেসব প্রকল্পসমূহে নতুন নতুন প্রকল্প এলাকা অন্তর্ভুক্তিপূর্বক প্রকল্পসমূহ সম্প্রসারণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ সকল সংস্থা প্রধান ও পউসবি।

৭) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ত্রৈমাসিকভাবে প্রকল্প পরিচালকগণকে সশরীরে সভায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্য সময় Zoom এ অংশগ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সকল সংস্থা প্রধান।

৮) প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-০৫/২০০৩ (সংশোধিত) প্রতিবেদনের হার্ডকপি প্রতিটি প্রকল্পের দুই প্রস্থ করে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করতে হবে। প্রতি মাসের খরচের হিসাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের নিমিত্তে মাসের শেষ কর্মদিবসে অবশ্যই অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর অফিসিয়াল মেইলে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।

৯) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে পরিচালকগণকে আবশ্যিকভাবে প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান ও সকল প্রকল্প পরিচালক।

১০) যেসব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অর্থ অবমুক্ত করে অর্থ ব্যয় করতে পারেন না তাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ এনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ সকল সংস্থা প্রধান এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

১১) যেসব প্রকল্প জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হবে সে সব প্রকল্পের পিসিআর আবশ্যিকভাবে জুলাই, ২০২১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সকল সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৬.০। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বপন ভট্টাচার্য্য
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৩৭.০৬.০৪৬.২০.২৫

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৮
১২ মে ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
২) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
৩) প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
৫) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৬) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
১০) প্রকল্প পরিচালক, , সিভিডিপি-৩য় পর্যায়, ঢাকা

মোহাম্মদ আরিফুল হক
উপসচিব